প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নির্বাচন বানচালের পায়তারা ।

সেতারা হাশেম

বিএনপি নামের রাজনৈতিক দলটি জনগণ থেকে উন্মেষিত হয়নি । ক্ষমতা জবর দখলকারী ও ক্ষমতা লোভী সামরিক শাসক জিয়া-উর রহমান নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মত ও পথের লুটেরা মধ্যবিত্তসহ মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির সমন্বয় সংগঠিত রাজনৈতিক ক্লাব গঠন করেন, যার নাম দেন বিএনপি । বিএনপি নামক এই রাজনৈতিক ক্লাব সদস্যদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ক্ষমতার হালুয়া রুটি ভোগ করা, যার একমাত্র উপায় হলো জিয়া বা তার স্ত্রী অথবা তার পুত্রকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করা । ফলে বিএনপি নামের রাজনৈতিক ক্লাবটির গঠনতন্ত্রে গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরাতন্ত্র স্থান পেয়েছে এবং তোষামোদি দলটির চালিকা শক্তিতে পরিনত হয়েছে ।

বিএনপি নামের দলটির লক্ষ্য হলো আওয়ামী বিরোধী এবং দলীয় মাস্তানদের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ভোট সংগ্রহ করতঃ পাকিস্তানের মতো ভারত বিরোধী জিগির তুলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করা । বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে যতই বোধগম্য হচ্ছে, ততই তাদের ভোট কমছে । তাই প্রশাসনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সহযোগিতায় ভোটের ফলাফল কারচুপির আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে । আলোচ্য প্রক্রিয়ায় পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকার কারণে সমমনা জামাতের মতো প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সাথে জোট গঠন করে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করে ।

বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনে সামগ্রিক ভাবে আওয়ামী লীগের চেয়ে কম ভোট পেয়েও প্রতিক্রিয়াশীল আমলাদের কারসাজিতে সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২১৪টি আসন বিএনপি-জামাত জোট দখল করে । বিপরীতে আওয়ামী লীগ পায় মাত্র ৬০টি আসন । বিএনপি-জামাত জোট কারচুপির মাধ্যমে বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রথমেই আঘাত হানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগের উপর । তাছাড়া আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালের ২১শে আগষ্ট দলটির পাবলিক মিটিং এ গ্রেনেড হামলা করা হয় । উক্ত হামলার সুষ্ঠু তদন্তে বাধা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জোট সরকার বিভিন্ন নাটকের অবতারণা করে ।

বিএনপি-জামাত জোট তাদের বিগত ২০০১ - ০৬ শাসন আমলে লুটপাট, রাহাজানি, মাস্তানি, ধর্ষণ, দলবাজী, টেন্ডারবাজী, মৌলবাদী সন্ত্রাসী আক্রমন, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগ দলীয়করণসহ এমন কোন কু-কাজ নাই যা তাদের শাসন আমলে তারা করে নাই । জনগণের সমস্যা আলোচনার পরিবর্তে সংসদকে বিরোধী নেত্রীর কুৎসা এবং ম্যাডামের গুণ কির্তনের আখড়ায় পরিণত করা হয় । ফলে সংসদ অকার্যকর হয়ে যায় । জোটের কার্যকলাপের প্রতিবাদকারীদের ও জনসাধারনের জন্য বাংলাদেশ নরকে পরিণত হয় ।

নির্বাচনে জিতার জন্য জোট সরকার নির্বাচন কমিশনকে রাবার ষ্ট্যাম্পে পরিণত করে । ফলে তারা একটা গ্রহনযোগ্য ভোটার লিষ্ট তৈয়ার করতে ব্যর্থ হয় । এমনকি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ আচরন করতেও ব্যর্থ হয় । ফলে দেশ গৃহযুদ্ধের দাড়প্রান্তে উপনীত হয় । যার ফলশ্রুতিতে সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমন ।

ফখরুদ্দিন সরকারের আগমনের ফলে মাস্তানদের পালায়ন, লুটেরা দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন, প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, প্রশাসন নিরপেক্ষীকরণ ও নির্বাচন কমিশনকে প্রধানমন্ত্রীর শাসনমুক্ত করতঃ স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং কমিশন কর্তৃক ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিষ্ট প্রস্তুতিকরণ প্রভৃতি সংস্কার কার্যসমূহ বিএনপি কর্তৃক নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরিপন্থী । তাই জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহনে বিএনপির অনীহা ।

বিএনপি যেহেতু জনগণ থেকে অঙ্কুরিত হয়নি, সেহেতু দলটিতে তৃণমূল জনগণ ভিত্তিক কোন রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেনি । দলটিতে মাস্তান, তোষামোদকারী ও লুটেরাদের সমাবেশ ঘটেছে । ফলে এক এগারের ধাক্কায় দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে । দলটিতে সংস্কারপন্থী, খালেদাপন্থীসহ বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । এক গ্রুপ আর এক গ্রুপকে বিশ্বাস করতে পারছে না । গ্রুপগুলি পরস্পর দ্বন্দ্বে জড়িত । ফলে নির্বাচনের জন্য দলটির প্রার্থী মনোনয়নে সমস্যা দেখা দিয়েছে । সর্বপরি বিএনপির সম্ভাব্য সকল প্রার্থীর গায়েই দুর্নীতির গন্ধ । তাই দলটির প্রার্থীদের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ । ফলে দলটি নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ছে ।